গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
অপারেশন ও সমন্বয় শাখা
১৫৩, পাইওনিয়ার রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা- ১০০০
www.gsb.gov.bd

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের ডিসেম্বর/২৩ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সভার তারিখ	২৭ ডিসেম্বর ২০২৩
সভার সময়	১১:০০
স্থান	জুম প্লাটফর্ম
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের ডিসেম্বর/২৩ মাসের সমন্বয় সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

২। মহাপরিচালক পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী নিয়ে কোন সদস্যের মতামত বা অবজারভেশন আছে কিনা জানতে চান। কোন মতামত বা অবজারভেশন না থাকায় সর্বসম্মতিতে গত ২৭-১১-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত নভেম্বর/২৩ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) কার্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা শুরু করেন।

৩। গত ২৭-১১-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয় এবং উপস্থিত কর্মকর্তাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা
	ভূবিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনা		
৩.১।	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বহিরংগন সংক্রান্ত আলোচনায় জনাব মো: কামরুল আহসান, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও শাখাপ্রধান, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন, চলতি মাসে ৩টি দল বহিরংগনে ছিল তার মধ্যে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক ভূতত্ত্ব শাখার দল কাজ সমাপ্ত করে গত ২২ ডিসেম্বর সদর দপ্তরে যোগদান করেছেন। কাজ চলাকালীন সময়ে উক্ত শাখার শাখা প্রধান বহিরংগন কর্মসূচীটি সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। কাজের সার্বিক বিষয়ে শাখা প্রধান জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, বহিরংগনে ১৫ টা চপিং, ১০ টা এসপিটি এবং ৩১ টা অগারিং করে ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে। লবণাক্ততা পরীক্ষার জন্য মাটির ও পানির নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। বৃষ্টির কারণে ডুমুরিয়ার ডাকাতিয়া বিলের কিছু অংশের নমুনা সংগ্রহ করা যায়নি। এছাড়া মোটামুটি সব কাজ প্রত্যাশামাফিক সম্পন্ন হয়েছে। জনাব মো: কামরুল আহসান, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও শাখাপ্রধান, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন, নগর ও প্রকৌশল ভূতত্ত্ব শাখা থেকে একটি দল কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন ও এর আশপাশের এলাকার নগর পরিকল্পনার লক্ষে প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন ও ত্রিমাত্রিক মডেলিং এর জন্য জিওটেকনিক্যাল টিম ও পিএস লগিং টিম কাজ সম্পন্ন করে চলে এসেছে। কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে উক্ত শাখার শাখাপ্রধান জনাব নুরুন নাহার ফারুকা, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) এবং জিওইউপ্যাক এর পিডি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তারা সেখানে একটি জনসচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজন করেছেন। সভাপতি বহিরংগন কাজের সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে জনাব নুরুন নাহার ফারুকা, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, মোট ৩৮টা বোরহোলের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এর মধ্যে ১০ টি পিএস লগিং ও এমএসডাব্লি ছিল এবং প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ করা	ক) সকল বহিরংগন কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখাসহ সংশ্লিষ্ট সকল শাখা।

	হয়েছে। তিনি বলেন, জনসচেতনতামূলক সেমিনারটি সিটি কর্পোরেশন সভাকাক্ষে আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে প্যানেল মেয়র-১ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কাউন্সিলরবৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। সভায় স্থানীয় এক সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার নগর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন ও ত্রিমাত্রিক মডেলিং এর বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চান এবং তাকে সেগুলো জানানো হয়। কুমিল্লা নগরের তেমন কোন মাস্টার প্লান নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন আলোচিত বিষয়গুলো নগর পরিকল্পানার মাস্টার প্লানে অন্তর্ভূক্ত করা উচিত। সেমিনারের আলোচনা থেকে তারা বুঝতে পেরেছেন যে নগর পরিকল্পনায় জিওইনফরমেশন কত গুরুত্বপূর্ণ। সভাপতি জানতে চান যে কুমিল্লা নগরের হার্ড সয়েল কত গভীরতায় পাওয়া যায়। জনাব নুরুন নাহার ফারুকা, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, হার্ড সয়েলের গভীরতা স্থানভেদে বিভিন্ন তবে নগরের মধ্যে মোটামুটি ১০-১৫ মিটার গভীরতার মধ্যে বিদ্যমান। তবে নগরীর বর্ধিত এলাকার বেশিরভাগ অংশ ফ্লাড প্লেনের মধ্যে পড়েছে আর এসব এলাকায় হার্ড সয়েল ১৮-২০ মিটারের মধ্যে বিদ্যমান। পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন, রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় জিডিএইচ-৭৮/২৩ শীর্ষক ড্রিলিং কার্যক্রম গত ২ ডিসেম্বর উদ্বোধন করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অধিদপ্তরের ৪ জন পরিচালক অংশগ্রহণ করেন তারা হলেন জনাব মো: আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব), জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব), জনাব মো: কামাল হোসেন, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) এবং জনাব মো: মহিরুল ইসলাম, পরিচালক (খনন প্রকৌ.)। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত খননের অগ্রগতি হয়েছে ১২৯৮ ফুট এবং সর্বশেষ কেসিং দেয়া হয়েছে ১১৯০ ফুট গভীরতায়। মো: মহিরুল ইসলাম, পরিচালক (খনন প্রকৌশল) বলেন, কোরিং এর শুরুতে একটু সমস্যা হচ্ছিল তবে সেটা বড় কোন সমস্যা নয় কারণ এধরণের ফেনোমেনা সাধারণত সব হোলেই হয়ে থাকে। এখন সব ঠিক আছে এবং ড্রিলিং কাজ ভালোভাবে চলছে। খনন কত গভীরতা পর্যন্ত করা হবে সভাপতি জানতে চাইলে জানানো হয় যে, ভূপদার্থিক রিপোর্ট অনুযায়ী ১০০০ মিটার পর্যন্ত প্রথামিক টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে। খনন কার্যক্রম বিষয়ে জনাব মো: আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, প্রাপ্ত নমুনা প্রাথমিক বিশ্লেষণ করে এখন পর্যন্ত ধারণা করা হচ্ছে যে উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ শুরু করা হয়েছে তা হবে। তিনি আরো বলেন, যত বেশি গভীরতায় যাওয়া যাবে তত রিসোর্সফুল নমুনা আশার সম্ভাবনা রয়েছে। ভূপদার্থিক রিপোর্ট এবং প্রাপ্ত নমুনা দেখে ধারণা করা হচ্ছে যে এটা একটা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ফিল্ড হতে পারে। খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) এর গেজেট ভুক্ত পাথর কোয়ারিরসমূহে পাথরের মজুদ ও উত্তোলনযোগ্য পাথরের পরিমাণ নির্ণয়ের বিষয়ে জনাব মো: আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, ৫ টি জেলার ৫১ টি কোয়ারির কাজ জিএসবি'র বাজেট দিয়ে সম্পন্ন করা সম্ভব নয় তাই সুনির্দষ্ট পরিকল্পনাসহ ২কোটি ৮৪ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এটি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ বিষয়ে জনাব মো: কামাল হোসেন, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, গত ৩০ নভেম্বর/২৩ তারিখে অর্থনৈকতিক ভূতত্ত্ব ও রিসোর্স আ্যসেসমেন্ট শাখা থেকে প্রেরিত মতামত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় অর্থের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ১১/১২/২৩ তারিখে যুগ্ম সচিব প্রশাসন অনুবিভাগে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পত্র বিএমডি'তে পাঠানো হয়েছে কিনা সভাপতি জানতে চান এবং বলেন যে, এ টাকা তো মনে হয় বিএমডি'কে সরবরাহ করতে হবে, কারণ জিএসবি'র এর জন্য কোন টাকা বরাদ্দ নেই। পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন, এপিএ'ভুক্ত কর্মসূচিগুলোর আওতায় ৩টি বহিরংগন দল জানুয়ারি মাসে বহিরংগনে যাবে। সভাপতি রাঙ্গুনিয়ার ম্যাপিং বহিরংগন কাজ কখন শুরু হবে জানতে চাইলে পরিচালক, অপারেশন বলেন যে, সেটা ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে শুরু করা হবে। সভাপতি বলেন তখন বৃষ্টি শুরু হলে তো কাজ করতে পারবে না। মানচিত্রায়ন শাখার শাখা প্রধান জনাব নাসিমা বেগম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, এ ফিল্ডটি জানুয়ারির ১৫/২০ তারিখের দিকে শুরু হলে ভালো হয় কারণ ফেব্রয়ারির মাঝের দিকে বৃষ্টি হতে পারে আবার অনেক জায়গায় ধান রোপন করে ফলে কাজে সমস্যা সৃষ্টি হয়। অতঃপর সভাপতি এ ফিল্ডটি জানুয়ারির মাঝের দিকে শুরু করার কথা বলেন এবং উল্লেখ করেন এ সময়ে অন্য কোন ফিল্ড থাকলে প্রয়োজনে সেটা পিছিয়ে দিতে হবে।		

৩.২।	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এপিএ সংক্রান্ত আলোচনায় জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে চলছে এবং সঠিকভাবেই এগুচ্ছে। এছাড়া ফাইভ টুলসের ম্যান্ডেটরি কাজগুলোও করা হচ্ছে। আগামী ৩১ ডিসেম্বর জিআরএস এর একটি কর্মশালা আয়োজন করা হবে এবং একই দিন শুদ্ধাচারের স্টেকহোল্ডার সভার আয়োজন করা হবে। ডি/ই-নথির ব্যবহার বিষয়ে জনাব মোঃ কামরুল আহসান গত ৩ মাস অর্থাৎ অক্টোবর/২৩, নভেম্বর/২৩ ও ডিসেম্বর/২৩ মাসে হার্ড কপিতে নিষ্পত্তিকৃত নথির সংখ্যা যথাক্রমে ১১৫, ১২০ ও ১২০ সে হিসাবে মোট (১১৫+১২০+১২০) ৩৫৫টি এবং সফট কপি অর্থাৎ ই/ডি-নথিতে নিষ্পত্তিকৃত নথির সংখ্যা যথাক্রমে ৪৪৫, ৪৮৭ ও ৫১৪ মোট (৫১৪+৪৮৭+৪৪৫) ১৪৪৬ টি। গত ৩ মাসে সফট কপি অর্থাৎ ই/ডি-নথিতে নিষ্পত্তিকৃত নথির হার ৮০.২৮%। নিষ্পত্তিকৃত মোট নথির সংখ্যা (১৪৪৬+৩৫৫) বা ১৮০১ টি। এছাড়া জুলাই/২৩ থেকে ডিসেম্বর/২৩ পর্যন্ত গত ৬ মাসে ই/ডি-নথিতে নিষ্পত্তিকৃত নথির হার ৮০.৯৮%। জনাব মোঃ কামরুল আহসান, পরিচালক অপারেশন ও সমন্বয় আরো বলেন যে ই-নথি হতে ডি-নথিতে রূপান্তরের কারনে প্রায় ২ সপ্তাহ হার্ড ফাইলে নথি নিষ্পত্তির কারনে ই/ডি-নথিতে নথি নিষ্পত্তির হার কিছুটা কম হয়েছে। সভাপতি ডি-নথিতে নথি নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) এপিএ পরিকল্পনামাফিক বাস্তবায়ন করতে হবে। খ) ডিনথির ব্যবহার- বৃদ্ধি করতে হবে।	এপিএ টিমসহ সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ
	প্রশাসনিক আলোচনা		
৩.৩।	নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে জনাব মোঃ কামরুল আহসান, পরিচালক, অপারেশন ও সমন্ব বলেনসহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব) পদে ৭ জন কর্মকর্তা যোগদান করেছে তাদের মধ্যে ১ জন চাকুরী হতে ইস্তফার আবেদন জমা দিয়েছে। বাকী শূন্য পদের পুনঃসুপারিশের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নিয়োগের জন্য ১০১টি পদের ছাড়পত্রের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং সেটা প্রক্রিয়াধীন আছে। সভাপতি নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত করার জন্য তাগিদ প্রদান করেন।	ক) কর্মকর্তাদের শূন্য পদের পুনঃসুপারিশ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। খ) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নতুন নিয়োগের সার্কুলার প্রদান করতে হবে।	অপারেশন ও সমন্বয় শাখা
	বিবিধ আলোচনা		
৩.৪	প্রকল্প বিষয়ক আলোচনায় পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন, জার্মানদের সাথে স্বাক্ষর হতে যাওয়া Geo-Information for the Implementation of Climate Change-Resilient Urbanization (GICU) শীর্ষক প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে বিবেচনাধীন রয়েছে। তারা জানিয়েছে যে, নির্বাচনের পর এ প্রকল্পটির পর্ববর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	ক) জার্মানদের সাথে আসন্ন প্রকল্পের টিএপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কমিটি ও শাখাসমূহ।
	তিনি ভূপদার্থিক জরিপের মাধ্যমে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে পানির আধার অনুসন্ধান বিষয়ক টিপিপি'র অগ্রগতির বিষয়ে বলেন, প্রকল্প যাচাই বাছাই কমিটির দেয়া অবজার্ভেশন মোতাবেক কাজ করা হচ্ছে। সংশোধনী শেষে টিপিপি এখনও জমা দেয়া হয়নি।	খ) ভূপদার্থিক জরিপের মাধ্যমে পানির আধার অনুসন্ধান বিষয়ক প্রকল্পের টিপিপি সংশোধনপূর্বক জমা দিতে হবে।	
	খনন প্রকৌশল শাখার প্রকল্পের বিষয়ে পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন, প্রকল্পটি সংশোধনপূর্বক মহাপরিচালক বরাবর পাঠানো হয়েছিলো সেটা পিওসি হিসেবে ফেরত এসেছে। এখন সেটা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য পিএন্ডআই শাখাতে পাঠানো হবে ।	গ)খনন প্রকৌশল শাখার সংশোধনকৃত প্রকল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	
	জিএসবি'র অভ্যন্তরীণ গবেষণার বিষয়ে সভাপতি জানতে চান এবং এর অগ্রগতি বিষয়ে বলতে বলেন। পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন, মহাপরিচালকের এখতিয়ারভূক্ত ৩ লক্ষ টাকা বাজেটের গবেষণা দুটির কাজ নির্বাচনের পরে জানুয়ারির মাঝামাঝি শুরু করা হবে। অপর ৩টি গবেষণা ডিসেম্বরে শুরু করার কথা ছিল কিন্তু মন্ত্রণালয় সংশোধনী দিয়েছিল এবং সে মোতাবেক প্রস্তাব প্রেরণ করা হয় এখন এ ৩টির কাজও জনুয়ারিতে শুরু করা হবে। সভাপতি গবেষণা কাজের অগ্রগতির বিষয়ে প্রতিমাসে রিপোর্ট প্রদানের কথা বলেন।	ঘ) অভ্যন্তরীণ গবেষণা কাজের অগ্রগতির বিষয়ে প্রতিমাসে রিপোর্ট প্রদান করতে হবে।	
	সভায় জিএসবি'র বগুড়া, মিরপুর, চট্রগ্রাম ও খুলনা ক্যাম্প অফিসসমূহের জন্য জনবলসহ ডিপিপি প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটিসমূহের কাজের অগ্রগতি বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়। জিএসবি খুলনা ক্যাম্প অফিসের ডিপিপি প্রণয়ণ কমিটির সভাপতি জনাব মোহাম্মদ নুরুল হক, উপপরিচালক(ভূতত্ত্ব) বলেন, এ অফিসে বদ্বীপ	ঙ) জিএসবি'র বগুড়া, মিরপুর, চট্রগ্রাম ও খুলনা ক্যাম্প অফিসসমূহের ডিপিপি প্রস্তুত করতে হবে।	

	গবেষণা ভিত্তিক একটা প্রকল্পের কাজ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে একটা অর্গানোগ্রাম তৈরি করা হয়েছে। তিনি বলেন, তারা এ সংক্রান্ত একটি সভাও করেছেন। নির্বাচনের পর খুলনা অফিস পরিদর্শনে যাবেন এবং তারপর আর্কিটাকচারাল ডিজাইনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। জিএসবি'র মিরপুর অফিসের ডিপিপি প্রণয়ণ কমিটির সভাপতি জনাব সালমা আক্তার, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, চার কমিটির সকলে একসাথে বসেছিলেন, যাহাতে ডিপিপিগুলোতে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, জিএসবি'র যে ল্যাবগুলো রয়েছে সেগুলো মিরপুরে স্থানান্তর করা হবে এবং সেটা হবে মূল ল্যাবরেটরি। অন্যান্য অফিসগুলোতে প্রয়োজন অনুসারে ছোট ছোট ল্যাব থাকবে। তিনি বলেন, ২০১১ সালে একটা ডিপিপি করা হয়েছিল সেটাকে বেজ ধরে এবং পরবর্তীতে একটা নকশা করা হয়েছে সেটাকে অন্তর্ভুক্ত করে নতুন ডিপিপি পরিকল্পনা করা হচ্ছে। কাজ চলছে তবে সময় লাগবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। জিএসবি'র বগুড়া অফিসের ডিপিপি প্রণয়ণ কমিটির সভাপতি জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল কামাল, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, এ মাসে পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় বগুড়া অফিসে গিয়েছিলেন এবং তিনি সেখানকার পিডাব্লিডি অফিসেও গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, বগুড়া অফিসে যে ২টি আবাসিক ভবন রয়েছে সেগুলো সংস্কার যোগ্য না ঝুকিপূর্ণ সেটা জানা প্রয়োজন। কারণ ঝুকিপূর্ণ হলে সেটা ভাঙ্গার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, না হলে রেস্ট হাউজ বা অন্য কিছু করা যায় কিনা সে পরিকল্পনা করতে হবে। তিনি বলেন, সেখানকার অফিসার ইনচার্জের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে একট লেআউট তৈরি করা হচ্ছে এবং নির্বাচনের পর পরিদর্শন করে পরবর্তী পরিকল্পনা করা হবে। পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন, জিএসবি'র বগুড়া অফিসের আবাসিক ভবনের বিষয়ে বগুড়া পিডব্লিউডি অফিসে যোগাযোগ করা হয়েছিলো। তারা জানিয়েছে যে, নির্দিষ্ট হারে ভাড়ায় সরকারি ভবন বরাদ্দ গত ৫ বছর যাবৎ বন্ধ আছে। এটা আর সম্ভব নয় এবং তারা সেটা চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে দিবেন। তারা আরও জানিয়েছেন যে, ভবনের বিভিন্ন জায়গায় রড বের হয়ে আছে, প্লাস্টার নেই এবং সেখানে বসবাস বেশ ঝুকি পূর্ণ বিধায় এটা পরিত্যাক্ত ঘোষণা করাই শ্রেয়। সভাপতি এ মর্মে পিডাব্লিউডি'র নিকট থেকে একটা চিঠি আনয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন। জিএসবি'র চট্টগ্রাম অফিসের ডিপিপি প্রণয়ণ কমিটির সভাপতি জনাব নাসিমা বেগম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, তার কমিটি সভা করেছে এবং সেখানে আলোচনা হয়েছে যে, জিএসবি'র চট্টগ্রাম অফিস ক্যাম্প অফিস হিসেবে স্বীকৃত এখন আঞ্চলিক অফিসের স্বীকৃতি ব্যতীত আলাদা জনবল প্রস্তাব করা যাবে কিনা আর না গেলে আমাদের কী বিদ্যমান জনবল নিয়েই কাজ করতে হবে কিনা এ বিষয়গুলো পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। সভপতি বলেন, আঞ্চলিক অফিস করতে হলে অবশ্যই সেটাকে আগে অর্গানোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তিনি বলেন অর্গানোগ্রাম নিয়ে যেহেতু কাজ হচ্ছেই সেক্ষেত্রে এখনই ক্যাম্প অফিসগুলো আঞ্চলিক অফিস হিসেবে অর্গানোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া যেতে পারে। এছাড়া তিনি এ বিষয় নিয়ে কমিটির সভাপতিগণকে তার সাথে আলাদাভাবে আলোচনা করার কথা বলেন।	চ)জিএসবি'র বগুড়া অফিসের আবাসিক ভবন পরিত্যাক্ত ঘোষণার উদ্যোগ নিতে হবে। ছ) জিএসবি'র ক্যাম্প অফিসগুলোকে আঞ্চলিক অফিসে রূপান্তরের জন্য অর্গানোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	

৩.৫	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) সিলেটের গোয়াইন ঘাটে জিওহেরিটেজের জন্য প্রথম পর্যায়ের অধিগ্রহণকৃত ১০ একর জমিতে স্থাপনা নির্মাণ বিষয়ে বলেন, তিনি সিলেটে উল্লিখিত কাজের বিষয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আর্কিটেকচারাল টিম সিলেটে তাদের কাজ সম্পন্ন করেছে। তিনি আরও বলেন, পিডাব্লিডি (PWD) থেকে সীমানা প্রাচীরের ডিজাইন পাঠিয়েছে সেটা প্রতিস্বাক্ষর করে পাঠাতে হবে। মহাপরিচালক দেশে ছিলেন না বলে শুধু ই-নথিতে অনুমোদন নিয়ে পাঠানো হয়েছে এবং মাস্টার প্লান পাওয়ার জন্য নিয়মিতভাবে যোগাযোগ করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, পিডাব্লিডি (PWD) টেন্ডার করার জন্য প্রশাসনিক অনুমোন চাচ্ছে সটা দেয়া সম্ভব কিনা এবং তারা বলেছে যে সেটা না দিলে টেন্ডার করা যাবে না। পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন, এ মুহূর্তে যেহেতু কোডে টাকা নেই সেক্ষেত্রে অনুমোদন দেয়া হলে কোন কারণে অর্থ ছাড় হলে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। সভাপতি এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে বলেন। জিএসবি'র মিরপুর অফিসের জমি রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত বিষয়ে জনাব মোহাম্মদ আলমগীর কবীর, উপপরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন, জমির এলটমেন্টের বিপরীতে জিএসবি কর্তৃক বুক ট্রান্সফারের মাধ্যমে পরিশোধিত অর্থের প্রমাণক চেয়ে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ যেসব সংস্থায় পত্র প্রদান করেছে সেসকল সংস্থার মধ্যে এজি অফিসে যোগাযোগ করা হয়েছে। তারা এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন জাতীয় গৃহায়ন বরাবর প্রেরণ করবেন মর্মে প্রাথমিকভাবে জানিয়েছে। এছাড়া এ বিষয়ে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের সাথেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে মর্মে তিনি সভায় জানান। সভাপতি মিরপুর অফিসের জমি রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় দপ্তর/সংস্থার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে নির্দেশনা প্রদান করেন। কুড়িগ্রাম জেলার বালি গবেষণার বিষয়ে জনাব মো: আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, সম্প্রতি তার নেতৃত্বে ৩ সদস্যর একটি দল কুড়িগ্রাম গিয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে জেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি বলেন, বালি প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট এবং আন্তর্জাতিক মানের বালি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য স্থান বাছাই করা হয়েছে। সেখানে তিস্তা, দুধকুমার ও ব্রহ্মপুত্রসহ কয়েকটি নদী পরিদর্শন করা হয়েছে তবে প্রাথমিকভাবে ব্রহ্মপুত্র নদীকেই বেশি উপযুক্ত বলে মনে হয়েছে। সে মোতাবেক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হচ্ছে এবং এটা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	ক) সিলেটের গোয়াইন ঘাটে জিওহেরিটেজের মাস্টার প্লান করতে হবে এবং সীমানা প্রাচীর স্থাপন করতে হবে। খ) মিরপুর অফিসের জমি রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় দপ্তর/সংস্থার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে এবং অগ্রগতি জানাতে হবে। গ) কুড়িগ্রাম জেলায় বালি গবেষণার জন্য বালি প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট কমিটি ও শাখাসমূহ।
৩.৬	তথ্য অধিকার বিষয়ে জনাব মোহাম্মদ আলমগীর কবীর, উপপরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, গত ত্রৈমাসিকে তথ্য অধিকারের নির্ধারিত ফর্মে তথ্য চেয়ে কোন আবেদন করা হয়নি। স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বার্ষিক প্রতিবেদনের খসড়াও ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রচার কার্যক্রমের ৩টির মধ্যে একটি সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ২টি প্রশিক্ষণের মধ্যে ইতোমধ্যে একটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। সভাপতি সকল কার্যক্রম সঠিকভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) তথ্য অধিকারের সকল কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে।	স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও হালনাগাদকরণ কমিটি

৪. সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্য জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১০-০১-২০২৪
মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

তারিখ: ২৬ পৌষ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১০ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ২৮.০৫.০০০০.০০০.০৬.০০৪.১৮.১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, সচিবের দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ;

২। জিএসবি'র পরিচালকবৃন্দ;

৩। শাখা প্রধান, ভূ-রসায়ন ও পানি সম্পদ শাখা, জিএসবি, ঢাকা;

৪। উর্ধ্বতন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা , হিসাব উপশাখা , বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর এবং

৫। অফিস সহকারি-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, মহাপরিচালকের দপ্তর, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর।

১০-০১-২০২৪
মোঃ কামরুল আহসান
পরিচালক (ভূতত্ত্ব)